দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষাখাতে শক্ত খুঁটি গেড়ে বসেছে দুর্নীতিবাজচক্র

ইনকিলাব রিপোর্ট

সরকার পাল্টালেও অটল রয়েছে শিক্ষাখাতে সাবেক সরকার আমলে সংঘবদ্ধ দুর্নীতিবাজচক্র। প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ গত আড়াই মাস প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকায় শিক্ষা প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজচক্র আরো শক্ত খুঁটি গেড়ে বসেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা খাতের প্রায় সকল দপ্তর, অধিদপ্তর এবং বিভাগে সাবেক বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্তরা ষ্ট্রি ষ্টাইলে অনিয়ম দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। আর এসব কিছুই ঘটছে শিক্ষা ৫-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

শিক্ষাখাতে শক্ত খুঁটি গেড়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয় থেকে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে বদলির আদেশাধীন সচিব মোঃ মমতাজুল ইসলামের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছত্রছায়ায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নানা অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা খাতের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে যেসব কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলির আদেশ হয়েছিল অজ্ঞাত কারণে সেসব আদেশ বাতিলের তদবির করে মমতাজুল ইসলাম সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাছে সমালোচিতও হয়েছেন। একইভাবে সাম্প্রতিক সময়ে পদোন্নতির পর লোভনীয় পদ থেকে যেসব কর্মকর্তাকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি করা হয়েছে শিক্ষা সচিবের প্রভাব খাটিয়ে এমন কর্মকতাকেও পূর্ব পদে মাসের পর মাস বহাল রেখেছেন। সাবেক জোট সরকারের মেয়াদ থেকেই চরম অনিয়ম দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সকার এ পর্যন্ত কয়েক দফায় উদ্যোগ নিয়েও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছাড়া করতে পারেনি মমতাজুল ইসলামকে। সর্ব শেষ গত ১০ জানুয়ারী এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মমতাজুল ইসলামকে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে বদলি করা হলেও নতুন গত পাঁচ দিনেও নতুন শিক্ষা সচিব এস এম জহুরুল ইসলামকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেননি। বরং মমতাজুল ইসলাম আবারো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে বহাল থাকতে মরিয়া তৎপরতা চালাচ্ছেন বলে জানা গেছে। তাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে বহাল রাখার জন্য বিএনপি-জামায়াত জোটের বিভিন্ন পর্যায় থেকে জোর তদবির চলছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োগপ্রাপ্ত বেশ ক'জন নতুন কর্মকর্তা জানান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, নায়েম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্পগুলোতে বিভিন্ন পর্যায় থেকে হরহামেশা অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য প্রমাণ সম্বলিত অভিযোগ আসলেও উপরে গিয়ে (সচিবের দপ্তরে) সবকিছু ফাইল চাপা পড়ে যাচ্ছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে তাদের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন সচিব ও তার অনুগ্রহের কর্মকর্তারা। দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তদন্তের কার্যক্রমও থমকে যাচ্ছে সচিব মমতাজউদ্দিন আহমেদ-এর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষা সচিবের ছত্রছায়ায় ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসটেন্স প্রজেক্টে চলছে দর্নীতির মহোৎসব। এ প্রকল্পের পরিচালক মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং অপর এক অডিট এন্ড একাউন্টস কর্মকর্তা শহীদ লতিফের বিরুদ্ধে সম্প্রতি অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এর পর জয়নাল আবেদীন ও শহীদ লতিফের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সচিবের ব্যর্থতায় বিস্মিত হয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকতারা। সম্প্রতি সচিবের বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে সেসিপ-২ প্রকল্পে শত শত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে অভিযোগও সংশ্লিষ্ট সকলের মুখে মুখে উঠে এসেছে। অনুরূপভাবে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. ইদ্রীস আলী, উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এরশাদুল বারী, মাউশির স্কুল এবং কলেজ বিভাগের পরিচালক ও উপ-পরিচালকদের বিরুদ্ধেও অনিয়ম-দুর্নীতির পাহাড়সম ফাইল জমা হলেও বিশেষ যোগসাজশের কারণে এসব চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ শিক্ষা বিভাগের নেকনজরের রয়েছেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রীর 'ব্লুআইড বয়' হিসেবে পরিচিত তথাকথিত শিক্ষক নেতা মোঃ সেলিম ভূঁইয়ার সাথে যোগসাজশে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণে গঠিত শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ তহবিল এবং অবসর সুবিধা বোর্ডে থেকে মোটা অংকের অর্থ লোপাটের সাথেও সচিবের সম্পৃক্তার অভিযোগ তুলেছেন প্রধান শিক্ষক-কর্মচারী সংগঠনগুলোর শীর্ষ নেতারা।